এখন আমার বৈশাখী

কাইউম পারভেজ

বোশেখ এলে
সামনে এসে দাঁড়ান কানাই লাল - আমাদের কানু কাকু ।
বিশাল ভূঁড়ি - হাতে তালের পাখা
গদির ওপর লালসালু মোড়া মোটা সুতোয় বাঁধা খাতা ।
(আমাদের বাল্য ভাষায় 'হালখাতা')
হোগলাপাতার পাটি বিছানো তক্তপোষে বসে হিসেব গোনে
কোনায় রাখা মাটির হাড়িতে সন্দেশ - আমায় টানে ।
ধমকে ওঠেন - খোকা বিকেলে আসিস ।
সকালটা মহাজনদের - দেবে বাকীর হিসেব ।
বিকেলে দুটো সন্দেশ হাতে দিয়ে বলতেন
মানুষ হতে হবে খোকা - মনে রাখিস ।
কানু কাকু নেই
হালখাতা নেই
চৌদিকে অশুভ 'সন্দেশ' ।
শুধু আমিই রয়ে গেছি অমানুষ - অবশেষ ।

বোশেখ এলে
কৃষ্ণচূড়ার লাল-এ চমকে উঠি
না জানি আর কত রক্তের প্রয়োজন ।
তবুওতো ওর কাছে যাই ।
জানিনা কিসের আকর্ষণ
নেচে ওঠে মন
হেসে কেঁদে ওঠে - কারণে অকারণ ।

বোশেখ এলে
'শান্তনু' টা সামনে এসে দাঁড়ায় ।
হর বোশেখে বাটা হলুদের রঙ্গ দিয়ে
ছোট্ট চিরকূটে 'ভালোবাসি' - লিখতো ।
মেলায় দেখা হলেই বলতো -
পাঞ্জাবীটায় মানিয়েছে দারুন ।
অনেক বোশেখ গ্যালো পেরিয়ে
'শান্তনু' টাও গ্যালো হারিয়ে ।
মনে আছে - সে এক বোশেখে
বলেছিলেম -
পাঞ্জাবীটায় মানিয়েছে দারুন তোমার বর-কে ।

বোশেখ এলে
সামনে এসে দাঁড়ায়
পদ্মা মেঘনা যমুনা
দোয়েল কোয়েল ময়না
জারি সারি ভাটিয়ালী
ঘোল মাঠা হাওয়াই মিঠা
পাতার বাঁশী রঙ্গীন ফিতা
কানু কাকু
শান্তনু
হলুদে রাঙ্গা সেই চিরকূট
আর
ফেলে আসা সেই - বারউড ।